দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ ... 7 JUN 2017
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৪

সান্ধ্যকালীন কোর্সে শিক্ষকরা সেশনজটের কবলে শিক্ষার্থীরা

লতিফুল ইসলাম, জবি ●

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে (জবি) নিয়মিত শিক্ষার্থীদের ছয় মাসের সেমিস্টার শেষ হয় আট মাসে; আর সান্ধ্যকালীন (ইভনিং) বাণিজ্যিক কোর্স শেষ হয় মাত্র সাড়ে তিন মাসে। কারণ সান্ধ্যকালীন কোর্স বেশ লাভজনক হওয়ায় শিক্ষকরা সেদিকেই বেশি মনোযোগ দিচ্ছেন বলে অভিযোগ। ফলে নিয়মিত শিক্ষার্থীদের ক্লাস-পরীক্ষায় তারা সময় দিতে পারছেন না। এতে দুর্বিষহ সেশনজটের কবলে পড়ছেন শিক্ষার্থীরা।

জানা গেছে, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের সান্ধ্যকালীন কোর্সে ১ম ব্যাচের ক্লাস শুরু হয় গত ২৭ জানুয়ারি। এরপর গত ১৯ মে ২য় ব্যাচের ক্লাস শুরু হয়। ১ম ব্যাচের শিক্ষার্থীদের সেমিস্টার শেষ হয়েছে মাত্র সাড়ে তিন মাসে। অথচ একই বিভাগের ২০০৯-১০ শিক্ষাবর্ষের নিয়মিত শিক্ষার্থীদের মাস্টার্সের রেজাল্ট এখনো হয়নি। তাদের সেমিস্টারপ্রতি সময় লেগেছে প্রায় ৯ মাস করে। ২০১০-১১ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীরা এখন মাস্টার্স ২য় সেমিস্টারে। তাদের সময় লেগেছে প্রায় ৮ মাস করে। ২০১১-১২ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের এখনো স্নাতক পর্যায়ের রেজাল্ট হয়নি। এই বর্ষের শিক্ষার্থীদের সময় লেগেছে ৮ মাস করে। ২০১২-১৩ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদেরও একই অবস্থা। তাদের এখনো ৭ম সেমিস্টার শেষ হয়নি। এই সেশনের শিক্ষার্থীরা দেড় বছরের সেশনজটে পড়েছেন। প্রতিসেমিস্টার শেষ করতে তাদেরও গড়ে সময় লেগেছে ৮ মাস। বিভাগের ১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের গত ১৮ মে ষষ্ঠ সেমিস্টার ফাইনাল পরীক্ষা শেষ হয়েছে। এ শিক্ষার্থীরা ৬ মাসের সেশনজটে ভুগছেন। একই অবস্থা বিশ্ববিদ্যালয়ে সান্ধ্যকালীন কোর্স চালু করা অন্য বিভাগগুলোতে।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

জানা গেছে, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি, মার্কেটিং, ফিন্যান্স, ম্যানেজমেন্ট, অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, আইন এবং অর্থনীতি বিভাগে সান্ধ্যকালীন কোর্স চালু রয়েছে। সান্ধ্যকালীন কোর্স করতে শিক্ষার্থীপ্রতি দেড় থেকে তিন লাখ টাকা নেওয়া হয়। এই টাকার সামান্য অংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা দিয়ে বিভাগীয় শিক্ষকরা ভাগবাটোয়ারা করে নেন। সান্ধ্যকালীন কোর্সের লাভজনক এই ব্যবসায় শিক্ষকরা নিয়মিত ক্লাস নিলেও নিয়মিত শিক্ষার্থীদের ক্লাসে তাদের দেখা যায় না। তারা সান্ধ্যকালীন কোর্স নিয়েই ব্যস্ত সময় পার করেন। এ ছাড়া অনেক শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত ক্লাস-পরীক্ষায় অংশ না নিয়ে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস নিতে ব্যস্ত থাকেন। এখানেই শেষ এরপর পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৪

সান্ধ্যকালীন কোর্সে শিক্ষকরা

(৩ এর পৃষ্ঠার পর) নয়, শিক্ষকরা সান্ধ্যকালীন কোর্সের টাকা ভাগাভাগি নিয়ে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে বিভাগে তালাও ঝুলিয়েছেন। গত ২১ মার্চ মার্কেটিং বিভাগের ইভনিং কোর্সের ডিরেক্টর অধ্যাপক ড. জাকির হোসেন এবং বিভাগীয় চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. জহিরউদ্দিন আরিফ কোর্সের টাকা ভাগাভাগি নিয়ে বিভাগে তালা ঝুলিয়ে দেন।

এদিকে ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. আবু জাফর সেশনজটের কথা স্বীকার করলেও সান্ধ্যকালীন কোর্সের সঙ্গে এটি সম্পর্কিত নয় বলে দাবি করেন। সান্ধ্যকালীন ও নিয়মিত শিক্ষার্থীদের সেমিস্টার পদ্ধতি সম্পূর্ণ আলাদা পদ্ধতিতে চলে বলেও দাবি তার।